সংবাদ

তারিখ ... 14 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২

হয়ে থাকল

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্যাম্পাস দখল ও সংঘর্ষ বন্ধ করে দিনবদল নিয়ে আসুন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজে গত দু'দিনে ছাত্রদের মৌলবাদী সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের হামলায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগের ৭৫ নেতাকর্মী আহত হয়েছে। প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনগুলোর ওপর চড়াও এমনকি নিজেরাই নিজেদের ওপর চড়াও হওয়ার এই রেওয়াজ দুঃখজনক ও অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও আমাদের ক্যাম্পাসগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে এই ধারা চলে আসছে। দীর্ঘদিন ধরেই এই রেওয়াজের মূলোৎপাটন করার দাবি জানিয়ে এলেও এতে বিশেষ একটা ফল হয়নি। সরকার বদল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চরদখলের মতো ক্যাম্পাস দখল করাটাও বহুদিন ধরে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলে আসছে যা শিক্ষাঙ্গনের ভাবমূর্তি ও শিক্ষার পরিবেশকে পদে পদে বাধাগ্রস্ত করেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তির হাত থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ষা পায়নি। বর্তমান সরকার দিনবদলের ডাক দিয়ে বিপুল ভোটে জিতে ক্ষমতায় এলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র সংঘর্ষ ও ক্যাম্পাস দখলের রক্তস্নাত অভ্যাসের কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। আমাদের ক্যাম্পাসগুলো কবে দিনবদলের পালায় পৌঁছে শিক্ষার সুবাতাসে স্নিগ্ধ হবে সেটা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রকৃত শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে তুলতে হলে ক্যাম্পাসকে সংঘর্ষ ও দখল করার অভ্যাস থেকে মুক্ত তো কোন না কোন সময়ে শুরু করতেই হবে।

শুধু রাবি কিংবা রামেকের সাম্প্রতিক সংঘর্ষই তো একমাত্র নয়। কিছুদিন আগেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ভার্সেস ছাত্রলীগে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ আর ছাত্রদলের মধ্যকার সংঘর্ষ ও চড়াও হওয়ার ঘটনার পাশাপাশি আরও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগ ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যকার সংঘর্ষ ঘটেছে। আমরা এই ছাত্র সংগঠনগুলোর নিজেদের মধ্যকার সংঘর্ষ ও চড়াও হওয়ার ঘটনার কথাও জানি। বিশেষ করে সরকার বদল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠনগুলোর যে দাপট ও ক্যাম্পাস দখলের ঘটনা ঘটছে সেটা আমাদের সবাইকে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রদলের দাপুটে দখলের কথাই মনে করিয়ে দিয়েছে। বিএনপি-জামায়াত জোটের সরকারের ছাত্রদলের তাণ্ডব তো এখনও পর্যন্ত অবিস্মরণীয়।

এই পটভূমিতে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, সরকার যদি প্রকৃতপক্ষে দিনবদলের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে চায় তাহলে অন্যান্য সব খাতের সঙ্গে ক্যাম্পাসের শান্তি-শৃঙ্খলার বিষয়টিকেও করতে হবে। সেক্ষেত্রে আইনের কঠোর প্রয়োগ করাটাই একমাত্র উপায়। ছাত্রশিবির যদি ছাত্রলীগকে মারে তাহলে আইনের কঠোর প্রয়োগে ছাত্রশিবিরকে যেমন দমন করতে হবে তেমনি ছাত্রলীগের হামলাকেও দমন করতে হবে একই কঠোরতায়। ছাত্রশিবির কিংবা ছাত্রদল হামলা করলেই সেটা হামলা হবে আর ছাত্রলীগের হামলা হামলা নয় বলে চোখ বুজে থাকার কোন অবকাশ নেই। আবার তাদের নিজেদের মধ্যকার গ্রুপগুলোর সংঘর্ষকেও দেখতে হবে একই দৃষ্টিতে। আমরা চাই সংঘর্ষ ও হামলা করে যারাই অপরাধী হোক তাদেরকেই ধরতে হবে। তাদেরকেই আইনের আওতায় এনে শাস্তি দিতে হবে। আমরা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংগঠনগুলোর মধ্যকার সংঘর্ষকে যত দ্রুত সম্ভব মূলোৎপাটিত করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি, এর জন্য যত রকমের কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার ততো রকমের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোই দেশের আগামী দিনের নেতৃত্ব তৈরি করে। সুতরাং সেখানে 'দিনবদল' না করতে পারলে ভবিষ্যতে আরও নতুন নতুন দিনবদল করার নেতৃত্ব কিভাবে তৈরি হবে আমাদের দেশে?